তারিখ 17 SEP 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

কাজী ফারুক আহমেদ

শিক্ষা দিবসের অর্ধশতক ও ছাত্র আন্দোলন

আজ ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস'। ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের অর্ধশতক পূর্তিতে কলম ধরতে গিয়ে দেখি ষাটের দশকের অনেক স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে। তবে কয়েকটি এখনও অম্লান। শিক্ষা আন্দোলন তার মধ্যে প্রধান। বর্তমানে ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র রাজনীতিকে অনেকে এক করে দেখেন। প্রভাব বলয় সৃষ্টি, দখল-পুনর্দখল, টেন্ডারবাজি আদৌ ছাত্র রাজনীতি কিনা তা সরস-নীরস আলোচনার বিষয় হতে পারে। আমার তাতে আগ্রহ নেই। ছাত্র আন্দোলন নিয়ে আছে। কারণ বয়স বছর সতেরো হলেও ষাষট্টির ছাত্র আন্দোলনে আমি সক্রিয় ছিলাম। ভালো লাগে যখন দেখি অনেকের অনেক মন্দ কথার মধ্যেও ছাত্রছাত্রীরা এখনও শিক্ষা-ব্যয়, পরীক্ষা-ব্যয় হ্রাস, শিক্ষা উপকরণের সহজলভ্যতা, শিক্ষক সংকটের নিরসন, এক শ্রেণীর শিক্ষকের আচরণে বিচ্যুতি, পাঠদানে ভুলভ্রান্তি নিয়ে আন্দোলন করছে। সম্প্রতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে ভর্তি ফরমের মূল্য কমিয়েছে। এক স্কুলের এক শিক্ষিকাকে কটূক্তির প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষক অপসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছে। এক জেলা শহরে হঠাৎ বেশ কয়েক দিন ধরে ব্যাপক লোডশেডিংয়ে লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টির প্রতিবাদে ছাত্ররা রাস্তায় ক্ষোভ জানিয়েছে। ক্ষোভের প্রকাশভঙ্গি নিয়ে নানা মত থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সহানুভূতি ও সমর্থন পেতে পারে।

ষাটের দশকে ছাত্র সংগঠনগুলো প্রত্যক্ষভাবে, অন্তত প্রকাশ্যে কোন দলের লেজুড়বৃত্তি করত না। লেখাপড়ার সঙ্গে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া চর্চার মধ্যে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের স্ফুরণ ও প্রতিভার বিকাশ হতো। খুলনা জিলা স্কুল থেকে ষাট সালে ম্যাট্রিক পাস করে আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। সিট পাই নর্থ হোস্টেলে। ঢাকা কলেজে তখনও সহশিক্ষা ছিল না। নারী শিক্ষকও ছিলেন মাত্র একজন। মায়ের মতোই সুহৃদ-সরল রওশন আরা রহমান। ম্যাডাম মানসী কাব্য পড়াতেন। বাংলার শিক্ষক ছিলেন শওকত ওসমান, আশরাফ সিদ্দিকী, হিসাম উদ্দিন, লতিফ স্যার। আশরাফ সিদ্দিকী স্যারের মন কেড়ে নেয়া অপূর্ব উপস্থাপনায় সোজন বাদিয়ার ঘাট-এর 'মন সেতো নহে কুমড়ার ফালি যাহারে তাহারে কাটিয়া বিলানো যায়'— এখনও মনে গেঁথে আছে। শওকত ওসমান স্যারের বলে উচ্চারিত, 'য পলায়তি স-জীবতি'র কথা মনে নেই, ঢাকা কলেজে তখনকার ছাত্র খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ষাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের আজ পঞ্চাশ বছর। সৌভাগ্যক্রমে আন্দোলনে আমারও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ভূমিকা ছিল। তবে সে সময় ও এখনকার শিক্ষা পরিবেশ ভিন্ন। মনে পড়ে ঢাকা কলেজে ভর্তির পর নর্থ হোস্টেলে হাতে লেখা যে দেয়াল পত্রিকা বের করি তার নাম ছিল 'পদক্ষেপ'। যুগ্ম সম্পাদক আমি এবং শামসুজ্জোহা। এ সময় নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়ি। তখন পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন কর্মসূচির ভেন্যু ছিল ঢাকা কলেজ। উপস্থিত বক্তৃতা, নির্ধারিত বক্তৃতা, বাংলা-ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদিতে অংশ নেয়ার কারণে ছাত্রদের মধ্যে অলক্ষ্যে আমার একটা পরিচিতিও হয়ে যায়। ফলে কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। এর পরই শিক্ষার এমন এক আন্দোলন শুরু হয়, যা পরবর্তী সময়ে আমার জীবনে স্থায়ী প্রভাব ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসেরও অংশ হয়ে গেছে।

এবার প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টার এক লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। 'ষাষট্টির আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, গণমুখী শিক্ষা প্রসার, শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য-বঞ্চনা নিরসন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের পূর্ব অংশের জনগণ শিক্ষা, অর্থনীতি, সামরিক-বেসামরিক চাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সব ক্ষেত্রে চরম বিমাতাসুলভ, বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন, রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় 'নিষেধাজ্ঞা, নজরুলের কবিতার বিকৃতি শিক্ষাবিদ সংস্কৃতিসেবীদের ক্ষুব্ধ করে। নজরুলের 'নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান' সংশোধন করে লেখা হয় 'সজীব করিব গোরস্থান'। 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারা দিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি'— হয়ে যায় : 'ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি সারা দিন যেন আমি নেক হয়ে চলি'। এ প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতিসেবী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের গণজাগরণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় উপস্থাপিত হয় বাঙালি অর্থনীতিবিদদের দুই অঞ্চলের জন্য 'দুই অর্থনীতি তত্ত্ব'। এ প্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় শরিফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট। ছাত্রসমাজ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন শুরু হয় ঢাকা কলেজ থেকে তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস কোর্স প্রবর্তনের বিরুদ্ধে। প্রতিবর্তী ছাত্র এন আই চৌধুরী আন্দোলনের সূচনা করে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অতিরিক্ত ইংরেজিকে বোঝা মনে করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরাও এতে যুক্ত হয়। প্রথমে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের লাগাতার ধর্মঘট এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রদের ইংরেজি ক্লাস বর্জনের মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। আন্দোলনের এক পর্যায়ে 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম' 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম' নামে রূপান্তরিত হয়ে আন্দোলন চালাতে থাকে। এতে নেতৃত্ব দেন জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম, ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদের সহসভাপতি মতিয়া চৌধুরী, কায়েদে আজম কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আরেফিন খান, তোলারাম কলেজের সাধারণ সম্পাদক আবিদুল আজিজ বাগমার, ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক আহমেদ। 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থে ড. মোহাম্মদ হাননান লিখেছেন "তবে আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন ঘটে ১০ আগস্ট ১৯৬২ বিকালে ঢাকা কলেজ ক্যান্টিনে স্নাতক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের এক সমাবেশে। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী ফারুক আহমেদ। সে তার বক্তৃতায় উপস্থিত ছাত্রদের এ কথা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, শিক্ষার আন্দোলন ও গণতন্ত্রের আন্দোলন একসূত্রে গাঁথা। এই সভার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলনের কোন যোগসূত্র ছিল না। কেন্দ্রীয় নেতারা মনে করতেন, শুধু শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা অসম্ভব।"

ষাষট্টির ১৭ সেপ্টেম্বর

১৭ সেপ্টেম্বর ভোর থেকেই ছাত্ররা পিকেটিং শুরু করে। এর আওতায় পড়ে মন্ত্রিসভার সদস্য হাসান আসকারীর মার্সিডিজ গাড়ি ভস্মীভূত হয়। জ্বলতে থাকে দু'তিনটি জিপও। সার্জেন্ট হাফিজের নেতৃত্বে পুলিশ নবাবপুর রেলক্রসিং থেকে সদরঘাট পর্যন্ত বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতাকে ধাওয়া ও গ্রেফতার করে। এদিকে সকাল ৯টা না বাজতেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। এ সময় খবর আসে নবাবপুরে গুলি হয়েছে এবং কয়েকজন শহীদ হয়েছেন। এতে এক অগ্নিশিখার ঢেউ বয়ে যায়। বের হয় জঙ্গি মিছিল। নেতৃত্ব দেন সিরাজুল আলম খান, মহিউদ্দীন আহমেদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, আইয়ুব রেজা চৌধুরী, রেজা আলী প্রমুখ। মিছিল যখন হাইকোর্ট পার হয়ে আবদুল গনি রোডে প্রবেশ করছিল তখন মিছিলের পেছনে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। নিহত হয় বাবুল এবং গোলাম মোস্তফা (সরকারি বাসের কন্ডাকটর), একই সঙ্গে আহত হয় ওয়াজিউল্লাহ (গৃহকর্মী)। সে হাসপাতালে পরের দিন মারা যায়। আহত হয় অনেকে। ১৭ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ কত ব্যাপক ছিল তার একটি দৃষ্টান্ত। বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে নৌকার মাঝিদেরও সেদিন বৈঠা হাতে মিছিল নিয়ে আসতে দেখা গেছে। ছাত্রছাত্রী ও ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণে এভাবে চলমান আন্দোলনের শেষ ভাগে শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচি থেকে ঢাকায় এসে প্রাদেশিক গভর্নর গোলাম ফারুকের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর শরিফ কমিশন রিপোর্টের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চালানো হবে না মর্মে সরকারি ঘোষণা এলে এক পর্যায়ে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শুধু শিক্ষা নিয়ে, সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে অসাধারণ আন্দোলন হতে পারে না, তৎকালীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এ ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেই ষাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা একটি সফল, অসাধারণ আন্দোলনের সৃষ্টি করেন।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ : *ষাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, প্রবীণ শিক্ষক নেতা*
principalqfahmed@yahoo.com